সংবাদ

তারিখ 14 NOV 2017
কলাম

ব্যক্তির জন্য কেন স্থগিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

নিতাই চন্দ্র রায়

ত্রিশাল রিপোর্টার্স ক্লাবের ফেসবুকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি এ এম এম শামসুর রহমানের নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকালে ছাত্রদের ধাওয়া এবং গাড়ি ভাঙচুর বিষয়ক সংবাদের প্রেক্ষিতে ত্রিশাল উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ফজলে রাব্বী মন্তব্য করেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাই কেন এখন পর্যন্ত ইউজিসি নীরব ভূমিকা পালন করছে? এ ব্যাপারে একটি কারণ দর্শানোর নোটিসই কি যথেষ্ট? তাকে তদন্তের স্বার্থে কি সাময়িক বরখাস্ত করা যায় না? আত্মস্বীকৃত দুর্নীতিবাজ ভারপ্রাপ্ত ভিসিকে সাময়িক বরখাস্ত করলে হয়তো কিছু সময়ের জন্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটা শান্ত হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ কেন এই দুর্নীতিবাজ ভিসিকে মেনে নেবেন? আমারা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একজন ব্যক্তির জন্য ধ্বংস হতে দিতে পারি না।'

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দেশের বরেণ্য কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যাশা অনেক। তারা মনে করেন, এখানে যারা পড়াশোনা করবে, যারা পড়াবেন ও প্রশাসন চালাবেন তারা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শে অবিচল থাকবেন। তাদের মানুষ সমীহ করবে। অন্তর থেকে ভালোবাসবে। তাদের কর্মকাণ্ড দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যাগুলোর জন্য হবে অনুসরণীয়। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর পড়ে মনে হচ্ছে, বিদ্রোহী কবির স্মৃতিবিজরিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ব্যক্তির কারণে প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি, সুনাম এবং ঐতিহ্য দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং ব্যাহত হচ্ছে এর উদ্দেশ্য ও অগ্রযাত্রা।

সম্প্রতি ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এ এম এম শামসুর রহমানের নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অপ্রীতিকর ও অসৌজন্যমূলক ঘটনা ঘটেছে তা দেশবাসীকে ভীষণভাবে মর্মাহত ও হতবাক করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে জনমনে নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ৭ আগস্ট, সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য তার কার্যালয়ে ঢুকতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ তার পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং পদত্যাগের জন্য স্লোগান দেয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য তার গাড়িতে ছিলেন। ছাত্ররা তাকে সেখানে প্রায় ১৫ মিনিট আটকিয়ে রাখে। এ খবর পেয়ে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে কয়েকজন ছাত্র উত্তেজিত হয়ে তার গাড়িতে লাঠিসোটা দিয়ে আঘাত করে এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে তার ব্যবহৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িটির বেশ ক্ষতি হয় এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের শরীরে ইটের আঘাত লাগে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শামসুর রহমানের ভাষ্য মতে, প্রভোস্ট ও প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুই শিক্ষকের অনুসারী কয়েকজন শিক্ষার্থী তার ওপর হামলা করে। তার কাঁধে একাধিক ইট পড়ায় তিনি আঘাত পান। চোখে অস্ত্রোপাচার হওয়ায় তিনি কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না। ময়মনসিংহের বাড়িতে বসেই জরুরি কাজগুলো করছেন। তবে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের একজন বলেন, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চাইলে শিক্ষার্থীরা বাধা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে উপাচার্যের পক্ষের কিছু লোক হামলা করে গাড়ি ভাঙচুর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মোহীত উল আলম শেষে গত ১২ আগস্ট বিদায় নেয়ার পর থেকে কোষাধ্যক্ষ এ এম এম শামসুর রহমান উপাচার্যের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ, উপাচার্যের চলতি দায়িত্বে থাকা কোষাধ্যক্ষ শামসুর রহমান দায়িত্ব পাওয়ার আগে থেকে কয়েকজনের কাছ থেকে চাকরি দেয়ার নাম করে টাকা নেন বা নেয়ার কথা ঠিক করে রাখেন। উপাচার্যের চলতি দায়িত্ব পেয়েই তিনি কয়েকটি প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেন। পরে তিনি চাকরি দেয়া নিয়ে শিক্ষকদের আপত্তির মুখে পড়েন। কিন্তু যারা টাকা দিয়েছেন, তারা চাপ দিতে থাকেন। এ নিয়ে মোবাইল ফোনে একজনের সঙ্গে কথোপকথন ফাঁস হয়ে গেলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের ভাগনে বলে ক্যাম্পাসে পরিচয় দিতেন। বিষয়টি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের গোচরে এলে পত্রিকার মাধ্যমে জানানো হয় যে, তিনি রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের কোন আত্মীয় নন। এ নিয়ে শিক্ষকদের একটি অংশ শামসুর রহমানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একটি অংশও সম্পৃক্ত রয়েছে। আন্দোলনকারী ছাত্র-শিক্ষকগণ মানববন্ধন বিক্ষোভ মিছিল ছাড়াও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। এর পর থেকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ক্যাম্পাসে আসছেন না। ১৯ নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে জরুরি সভা উপলক্ষে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শামসুর রহমান ক্যাম্পাসে এলে এই অপ্রীতিকর ও লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহের ত্রিশালে ২০০৬ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাস শুরু হয় ২০০৭ সালে। বর্তমানে ৫ হাজার ৫৪৭ শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ১৫১ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আবাসিক হল না থাকায় অনেকে ময়মনসিংহ শহর থেকে এসে পড়াশোনা করছেন। শিক্ষকরাও থাকছেন ময়মনসিংহ শহরেই বেশি। এটি একটি সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এখানে সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, লোক ঐতিহ্য এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা হয়।

বিদায়ী উপাচার্য মোহীত উল আলমের বিরুদ্ধে বাড়িভাড়া, গাড়ি মেরামত ও নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতির নানা অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের একটি আদলতে দুর্নীতির অভিযোগে মামলাও হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাড়িতে অবস্থান করেও অবৈধভাবে বাড়িভাড়া বাবদ বহু টাকা উত্তোলন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক মোহীত উল আলমের সময়ে মাস্টাররোলে ৫৮ জন কর্মচারী নিয়োগ নিয়েও রয়েছে আর্থিক লেনদেনের নানা অভিযোগ। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের দাবি এসব অভিযোগ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আগামী ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া ও অচলাবস্থা বিরাজ করায় সময়মতো ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইতোমধ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ আলী আশরাফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ সালের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এ বছর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪ হাজার ৮০৯ শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আবেদন করেছে।

অপরদিকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি ইউনিটের আওতায় ১৯টি বিভাগে এ বছর ৯৮০টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৩৮ হাজার ৫২১টি। এবারের ভর্তিযুদ্ধে একটি আসনের বিপরীতে ৩৯ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী অংশ নেবে। কিন্তু শিক্ষক সমিতি ও ছাত্রদের আন্দোলনে অস্থির ক্যাম্পাসে কি আদৌ সময়মতো ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে? না কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে ভর্তি পরীক্ষা? এ ব্যাপারে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা পড়েছেন মহাবিপাকে ও দুশ্চিন্তায়।

আমার জানি, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল জলিল ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ প্রদান ও কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় বর্তমানে কারাগারে আটক রয়েছেন। জাতির জন্য এটি কলঙ্কজনক ঘটনা। এ ঘটনার পর আশা করা হয়েছিল, সরকার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৎ, নিষ্ঠাবান, প্রশাসনে দক্ষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রকৃতজ্ঞানী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিবেন, যাতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কিন্তু দেশবাসীর সেই প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি। দলীয় কারণে অযথা অযোগ্য লোকদের উপাচার্য নিয়োগ প্রদানের প্রবণতা এখনও অব্যাহত আছে। জাতীয় স্বার্থেই এটার অবসান হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, দুর্নীতিবাজদের কোন দল নেই। তারা ব্যক্তি স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবহার করে মাত্র। আমরা যখন ১৯৭৭ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখন উপাচার্য ছিলেন ড. মোসলেম উদ্দিন। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। তার সততা ও নৈতিকতা ছিল প্রশ্নাতীত। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি যখন ক্যাম্পাস থেকে বিদায় নেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া হাতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে যে হৃদয় নিংড়ানো বিদায় সংবর্ধনা জানান আমার জীবনে এমন ভালোবাসাপূর্ণ বিদায়ের ঘটনা আর দেখিনি। দেশের সচেতন মানুষ চায়, ড. মোসলেম উদ্দিনের মতো গুণী ব্যক্তিরাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য হোক।

পরিশেষে বলতে চাই, একজন বা দুজন ব্যক্তির দুর্নীতির জন্য হাজার হাজার কোমল মতি ছাত্রছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে সরকারের উচিত অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও সময়মতো ভর্তি পরীক্ষা নিশ্চিত করা। জাতির বৃহৎ স্বার্থে এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব করার অবকাশ নেই। কারণ আমরা সবাই বলি- শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু সেই মেরুদণ্ডটির অবস্থা এ রকম হলে একসময় দেহের ভার বহনের শক্তি হারিয়ে জাতির সকল প্রত্যাশা ও অগ্রযাত্রা রানা প্লাজার মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

[লেখক : সাবেক মহাব্যবস্থাপক (কৃষি), নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লি.]
netairoy18@yahoo.com